জীবননগরে মহান বিজয় দিবস পালিত

জীবননগরে যথাযোগ্য মর্যদায় মহান বিজয় দিবস পালিত হয়েছে। মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে শনিবার সকালে উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন সরকারি বে-সরকারি প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে র্যালী বের করা হয় ।

পরে জীবননগর উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে জীবননগর থানা পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী, পুলিশ, আনসার ও ফায়ার সার্ভিসের সদস্যদের অংশ গ্রহনের মাধ্যমে কুচকাওয়াচ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

জীবননগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার হাসিনা মমতাজের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জীবননগর উপজেলা চেয়ারম্যান হাফিজুর রহমান।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, জীবননগর থানা আওয়ামীলীগের সাবেক সভাপতি গোলাম মোর্তুজা,জীবননগর থানা আওয়ামীলীগের সভাপতি নজরুল ইসলাম, সাধারন সম্পাদক আব্দুল লতিফ অমল, জীবননগর পৌর সভার মেয়র মোঃ রফিকুল ইসলাম, উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান আঃ সালাম ঈশা, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আয়েসা সুলতানা লাকী, উপজেলার সহকারী কমিশনার ভূ’মি তিথি মিত্র, পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি নাসির উদ্দিন, বীর মুক্তিযোদ্ধা সাইদুর রহমান, দলীল উদ্দিন দলু, জীবননগর থানার ওসি জাবিদ হাসান প্রমুখ।

দর্শনা কেরু এ্যান্ড কোম্পানী চিনিকলের ২০২৩-২৪ আখ মাড়াইয়ের শুভ উদ্বোধন

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা কেরু এ্যান্ড কোম্পানী চিনিকলের এ মৌসুমে আখ মাড়াই উদ্বোধন করা হয়েছে। আজ শুক্রবার (১৫ ডিসেম্বর) বিকাল

সাড়ে ৪টায় দেশের সবচেয়ে বড় চিনিকল কমপ্লেক্সের ডোঙায় আখ ফেলে মাড়াই মৌসুমের উদ্বোধন করেন প্রধান অতিথি বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করর্পোরেশনের চেয়ারম্যান শেখ শোয়েবুল আলম এনডিসি।

মাড়াই মৌসুমের উদ্বোধন উপলক্ষে দর্শনা কেরু এ্যান্ড কোম্পানী চিনিকল কমপ্লেক্সের আয়োজনে কেইন কেরিয়ার প্রাঙ্গনে বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশনের সচিব চৌধুরী রুহুল আমিন কায়সারের সভাপতিত্বে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই স্বাগত বক্তব্য রাখেন কেরু এ্যান্ড কোম্পানী কমপ্লেক্সের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেন। কেরু জামে মসজিদের পেশ ইমাম সামসুজোহা দোয়া পরিচালনা করেন।

এ সময় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশনের পরিচালক (উৎপাদন ও প্রকৌশল) আতাউর রহমান খান, চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক ড.কিসিঞ্জার চাকমা, জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মাহফুজুর রহমান মঞ্জু, পুলিশ সুপার আর.এম.ফয়জুর রহমান, দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রোখসানা মিতা, দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সজল কুমার দাস, কেরু চিনিকল কর্মচারী ইউনিয়নের সভাপতি ফিরোজ আহম্মেদ সবুজ ও সাধারণ সম্পাদক মাসুদুর রহমান মাসুদ,সাবেক সভাপতি তৈয়ব আলী,সাবেক সাধারন সম্পাদক মনিরুল ইসলাম পিন্স, এবং আখচাষী কল্যান সংস্থার সভাপতি আব্দুর হান্নান, আব্দুল বারি।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন,সহ-সভাপতি মফিজুল ইসলাম, সহ সম্পাদক মোস্তাফিজুর রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক ইকবাল হোসেন।

অনুষ্ঠানে সর্বোচ্চ আখ উৎপাদনকারী আমচাষী শামীম হোসেনকে পুরস্কৃত করার পর দোয়া মাহফিলের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষে হয়।

চিনিকল কর্তৃপক্ষের তথ্য মতে, ২০২৩-২৪ চলতি মৌসুমে কেরু এ্যান্ড কোম্পানীর নিজস্ব জমিতে দণ্ডায়মান আখ আছে ১ হাজার ১৫৩ একর এবং সাধারন চাষীদের রয়েছে ২ হাজার ৬৪৯ একর আখ। এ ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে ৫০ থেকে ৫৫ মাড়াই কার্য দিবসে ৬৫ হাজার মেট্রিক টন আখ মাড়াই করে ৪ হাজার মেট্রিকটন চিনি উৎপাদনের লক্ষমাত্রা নির্ধারন করা হয়েছে। চিনি আহরণ ৬ দশমিক ২০ ভাগ হবে বলে ধারনা করা হচ্ছে। ১৯৩৮ সালে প্রতিষ্ঠিত একমাত্র অর্থনৈতিক চালিকাশক্তি চুয়াডাঙ্গার দর্শনা কেরু অ্যান্ড কোম্পানী চিনিকল কমপ্লেক্স একটি ভারী শিল্প প্রতিষ্ঠান। এটি বাংলাদেশের বৃহত্তম চিনি কল। তবে উপজাত হিসেবে

এই কারখানা থেকে মদ উৎপাদিত হয়ে থাকে। সম্প্রতি প্রতিষ্ঠানটি সর্বোচ্চ মদ বিক্রির রেকর্ড করেছে। প্রতিষ্ঠানটির উৎপাদিত পণ্যগুলো হলো চিনি, মদ, জৈব সার, চিটাগুড় ও মণ্ড। এই শিল্প কমপ্লেক্স দীর্ঘদিন ধরে অব্যাহত লোকসান গুনে আসছিল। সরকারিভাবে চিনির মুল্য বৃদ্ধির কারণে কিছুটা ঘুরে দাঁড়িয়েছে। প্রায় ২২ কোটি টাকা ব্যয়ে সম্প্রতি নতুন নতুন যন্ত্রপাতি সংযোজন করে মিলটিতে আধুনিকায়নের কাজ চলছে। লোকসান কমানোর জন্য নেওয়া হয়েছে নানা মুখী পদক্ষেপ।

এ অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনা করেন কেরু এ্যান্ড কোম্পানীর জি এম কুষি আশরাফুল আলম ভৃইয়া।

কেরুজ চিনিকলের ২০২৩-২৪ আখ মাড়াই উদ্ধোধন আজ

কেরুজ চিনিকলের ২০২৩-২৪ আখ মাড়াই মৌসুম শুরু করতে যাচ্ছে আজ ১৫ ডিসেম্বর শুক্রবার দেশের সবচেয়ে বড় চিনিকল চুয়াডাঙ্গার দর্শনা কেরু অ্যান্ড কোম্পানি। এ বছর মাড়াই মৌসুম সফল করতে সকল প্রস্তুতি ও ধোয়া মোছার কাজ প্রায় সম্পন্ন করেছে চিনিকল কর্তৃপক্ষ।

২০২৩-২৪ চলতি মৌসুমে কেরু এ্যান্ড কোম্পানীর নিজস্ব জমিতে আখ দণ্ডায়মান আছে ১১শ ৫৩ একর এবং সাধারন চাষীদের রয়েছে ২ হাজার ৬শ৪৯ একর আখ।এ মৌসুমে ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে ৫০/৫৫ মাড়াই কার্য দিবসে ৬৫ হাজার মেট্রিক টন আখ মাড়াই করে ৪ হাজার মেট্রিকটন চিনি উৎপাদনের লক্ষমাত্রা নির্ধারন করা হয়েছে।যা শতকরা ৬.২০ ভাগ চিনি আহরনের নির্ধারন করা হযেছে।

একমাত্র অর্থনৈতিক চালিকাশক্তি চুয়াডাঙ্গার দর্শনা কেরু অ্যান্ড কোম্পানি একটি ভারী শিল্প প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠাকাল ১৯৩৮ সাল, আর এটি বাংলাদেশের বৃহত্তম চিনি কল। তবে উপজাত হিসেবে এই কারখানা থেকে মদ উৎপাদিত হয়ে থাকে। সম্প্রতি প্রতিষ্ঠানটি সর্বোচ্চ পণ্য বিক্রির রেকর্ড করেছে। প্রতিষ্ঠানটির উৎপাদিত পণ্যগুলো হলো

চিনি, মদ, জৈব সার, চিটাগুড়, মণ্ড।

চিনিকলের পণ্য উৎপাদনের মেশিন। ফলে গত বছরের লোকসানের বোঝা মাথায় এ মৌসুমের যাত্রা শুরু করলেও মৃল লক্ষ্য মুনাফা অর্জন নয়, লোকসান কমানোর জন্য নেওয়া হয়েছে নানা মুখি পদক্ষেপ।লোকসান কমানোর জন্য দর্শনা কেরু এ্যান্ড কোম্পানীর ব্যাবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ মোশারেফ হোসেন লোকসান কমানোর অন্যতম কারন দেখছেন হারভেষ্টার মেশিন।

এ বছরে কেরু এ্যান্ড কোম্পানিতে নতুন হারভেষ্টার মেশিন দেওয়ায় কিছুটা লোকসান কমতে পারে বলে মনে করছে কতৃপক্ষ। এবার কেরুর নিজস্ব খামারের জমিতে নিজস্ব হারভেষ্টার মেশিনে আখ কাটলে অনেকটাই সাশ্রয়ী হবে অর্থ।

আজ শুক্রবার বিকাল ৩ টায় কেরুজ কেইন ক্যারিয়ার চত্তরে আলোচনাসভা ও দোয়ার মধ্যে দিয়ে ২০২৩-২৪ মাড়াই মৌসুমের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু করবে।

এ অনুষ্ঠানে আনুষ্ঠানিক উদ্ধোধন করবেন বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশনের চেয়ারম্যান গ্রেড(১)শেখ শোয়েবুল আলম এনডিসি।

বিশেষ অতিথী হিসাবে উপস্থিত থাকবেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক ড.কিসিন্জার চাকমা,পুলিশ সুপার আর এম ফয়জুর রহমান পিপি এম-সেবা।প্রতিবারের মতো এবারো সর্বোচ্ছ আখচাষী সেরা ফলনকারী কৃষককেও সম্মানা দেয়া হবে।

চুয়াডাঙ্গায় ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকে বহিষ্কারের প্রতিবাদে সাংবাদিক

সন্মেলন

চুয়াডাঙ্গার নেহালপুর ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক বহিষ্কারের প্রতিবাদে গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় দর্শনা প্রেসক্লাবে সাংবাদিক সন্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সাংবাদিক সন্মেলনে নেহালপুর ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি জাহাঙ্গীর আলম ও সাধারণ সম্পাদক সামসুল হক লিখিত বক্তব্যে বলেন, আমরা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শ বুকে ধারণ করে উইনিয়ন আওয়ামী যুবলীককে সু-সংগঠিত করার লক্ষ্যে নিরলসভাবে পরিশ্রম করে যাচ্ছি এবং যুবলীগের সমস্থ কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে তা প্রতিপালন করছি।

সেই সাথে চুয়াডাঙ্গা-২ আসনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার মনোনীত নৌকার প্রার্থী হাজী আলী আজগার টগর মহদয়ের পক্ষে বর্তমান সরকারের সকল উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের প্রচার প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছি। যা চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য অবগত আছেন। নৌকার পক্ষে কাজ করায় স্থানীয় বিভিন্ন পত্রিকা মারফত জানতে পারি আমাদের বিরুদ্ধে জমিদখল, চাঁদাবাজি, দখলদারিত্ব ও দলীয় শৃংখলা ভঙ্গের মনগড়া মিথ্যা ও ভিত্তীহিন অভিযোগ তুলে আমাদেরকে বহিষ্কার করা হয়েছে। যার কোন প্রমান বা সত্যতা নেই। অথচ ভিত্তিহীন অভিযোগ তুলে চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবলীগের আহবায়ক নঈম হাসান জোয়ার্দ্দার ও যুগ্ন আহবায়ক সামমুদ্দোহা মল্লিক হাসু ব্যাক্তি স্বার্থ ও উদ্দেশ্য প্রনোদিত হয়ে আমাদেরকে বহিষ্কার করেছেন। আমাদের একটিই অপরাধ চুয়াডাঙ্গা-২ নির্বাচনী এলাকায় নৌকার পক্ষে কাজ করা। তাই আমরা বিষয়টি খুলনা বিভাগিয় যুবলীগের নেতৃবৃন্দকে অবহিত করলে তারা জানিয়েছেন, এটা উদ্দেশ্য প্রনোদিত ছাড়া আর কিছুই না। গত ০২/০১/২০২২ সালে গঠিত নেহালপুর ইউনিয়ন যুবলীগের কমিটি বৈধ্য। তাই আমরা সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে কমিটি বিলুপ্তি ও বহিষ্কারদেশের তিব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি।

এসময় উপস্থিত ছিলেন গড়াইটুপি ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি রাশেদুজ্জামান পলাশ, তিতুদহ ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি রাশেদ রেজাসহ নেহালপুর ইউনিয়ন যুবলীগের বিভিন্ন ওয়ার্ডের নেতৃবৃন্দসহ নেতা কর্মী ও সমর্থকেরা উপস্থিত ছিলেন।

জীবননগরে গৃহবধুকে হত্যা,বিচারের দাবীতে মানববন্ধন

জীবননগরে যৌতুকের টাকা না পেয়ে রিফাত জাহান চাদনী (২০) নামের এক গৃহবধুকে পিটিয়ে ও শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যার প্রতিবাদে বিক্ষোভ ও মানববন্ধন করেছে ভুক্তভোগী পরিবার ও এলাকাবাসী। এছাড়া হত্যার সাথে জড়িদের ফাসির দাবী জানান তারা।

আজ বৃহস্পতিবার বিকাল সাড়ে ৪টার দিকে নিহত রিফাত জাহান চাদনীর নিজ এলাকা জীবননগর উপজেলার রায়পুর ইউনিয়নের মারুফদাহ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে ভুক্তভোগী পরিবার এলাকাবাসী, শিক্ষার্থী ও ব্যবসায়ীদের অংশগ্রহণে এ মানববন্ধন ও বিক্ষোভ মিছিল করা হয়।

এসময় এলাকাবাসী ও পরিবারের লোকজন জানান, দেড় বছর আগে পাশ্ববর্তী মহেশপুরের উপজেলার গুড়দাহ গ্রামের মশিউর রহমানের সাথে পারিবারিক ভাবে বিয়ে হয়। বিয়ের কয়েকমাস পর থেকে ব্যবসার কথা বলে ২ লাখ টাকা যৌতুক দাবী করে নিহত চাদনীর স্বামী ও শুশুর বাড়ির লোকজন। তাদের দাবী অনুযায়ী ২ লাখ টাকা, একটি পালসার মটরসাইকেল ও একটি গরু মশিউর রহমানের হাতে তুলে দেয় চাদনীর পরিবার। এছাড়া বিভিন্ন সময় যৌতুকের জন্য চাদনীকে চাপ দিয়ে মারধর করতো স্বামী ও শুশুর বাড়ির লোকজন। গত কয়েকদিন ধরে পুনরায় ওই গৃহবধুর কাছ থেকে কয়েক লক্ষ টাকা যৌতুক দাবি করেন তার স্বামী যৌতুক লোভী মশিউর রহমান ।
এমতাবস্থায় ওই গৃহবধু বাবার বাড়ি থেকে যৌতুকের টাকা আনতে অস্বীকার করায় ডিসেম্বর মাসের ১১তারিখে সন্ধার সময় ওই গৃহবধুকে পিটিয়ে হত্যা করে উলঙ্গ অবস্থায় মৃতদেহ ঘরের মধ্যে ফেলে রেখে পালিয়ে যায় স্বামী মশিউর রহমান।চাদনী হত্যাকারী স্বামী মশিউর রহমান ও তার পরিবারের লোকজনকে সর্বোচ্চ শাস্তি দেওয়ার দাবী জানান স্থানীয় গ্রামবাসী।

নিহত চাদনীর ভাই হাসান আলী অভিযোগ করে বলেন,মশিউর আমাদের নিকট

থেকে অনেক টাকা নিয়েছে ।আমাদের একটা মাত্র বোন ।বোনের সুখের জন্য আমরা মশিউরকে একটি পালসার মটরসাইকেল কিনে দিয়েছি।সে আমার বোনকে অনেক কষ্ঠ দিয়ে হত্যা করেছে ,তার পায়ের তলায় কারেন্টের সট দিয়েছে এমন কি তার শরীরে কোন কাপড় চোপড় ছিল না।আমরা এর সঠিক তদন্ত চাই এবং এর সঠিক বিচার চাই ।

মানববন্ধনে আরও উপস্থিত ছিলেন, নিহত চাদনীর ভাই হাসান আলী ,রায়পুর ইউপি সদস্য আযাদ রহমান সারত,রায়পুর ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক সাইদুর রহমান,ওয়াড আওয়ামীলীগের সভাপতি ইসমাইল বিশ্বাস,আঃ রশিদ,তারেক হোসেন,হাসান আলী,রুবেল হোসেন,সুমন হোসেন প্রমুখ।

দর্শনায় শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা

সারা দেশের ন্যায় দর্শনায় শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস উপলক্ষে পুষ্পমাল্য অর্পণ, আলোচনা ও দোয়া অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার সকাল ১০টার দিকে দর্শনা সরকারি কলেজের উদ্যোগে কলেজ প্রাঙ্গনে এ কর্মসূচি পালন করা হয়।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরন করে বুদ্ধিজীবী সৃতিস্তম্ভে পূষ্পমাল্য অর্পন করেন দর্শনার রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও বেশ কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। পূষ্পমাল্য অর্পনের পর সকল শহীদের স্বরণে ১ মিনিট নিরবতা পালন শেষে দর্শনা সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ রেজাউল করিমের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি থেকে আলোচনা করেন, দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আলী মুনসুর বাবু।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে আলোচনা করেন, দর্শনা পৌর মেয়র ও উপজেলা আওয়ামীলীগের সহ-সভাপতি আতিয়ার রহমান হাবু, দর্শনা পৌর আওয়ামীলীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা রুস্তম আলী, দর্শনা নাগরিক কমিটির সদস্য সচিব গোলাম ফারুক আরিফ, বীর মুক্তিযোদ্ধা সবুর

আলী, দর্শনা সরকারি কলেজের উপাধ্যক্ষ ড. মফিজুর রহমান, দর্শনা গণ উন্নয়ন গ্রন্থাগারের নির্বাহী পরিচালক আবু সুফিয়ান।

এসময় আলোচনায় অতিথিদয় বলেন, ১৯৭১ সালে বিজয়ের ঠিক দুই দিন আগে পাকিস্তানি শাষকরা বুঝতে পেরেছিলো বাংলাদেশ বিজয়ের দ্বার প্রান্তে পৌঁছে গেছে। সেই কারনে দেশ ও জাতিকে পিছিয়ে দেওয়ার জন্য শৈরাচার শাসকরা এদেশকে মেধাশূন্য করার লক্ষে বেছে বেছে বুদ্ধিজীবীদের নির্মম ভাবে হত্যা করেছিলো। তার মধ্যে তৎকালিন সময়ে ৩ জন বুদ্ধিজীবী শিক্ষক ছিলেন। যাদেরকে পাক বাহিনী ধরে নিয়ে যায়। পরবর্তিতে তাদের লাশও পাওয়া যায়নি। এদের মধ্যে ছিলেন, অধ্যক্ষ লতাফত হোসেন জোয়ার্দ্দার, অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম, অধ্যাপক নাসির উদ্দিন। এই দিনে দর্শনা সরকারি কলেজের ৩জন বুদ্ধিজীবী শিক্ষক শহীদ হয়। তাই প্রতি বছরই দর্শনা সরকারী কলেজের পক্ষ থেকে শহীদদের স্বরনে এ অনুষ্ঠান করা হয়ে থাকে।

অনুষ্ঠানে দর্শনা সরকারি কলেজ ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক তোফাজ্জেল হোসেন তপু’র সঞ্চালনায় বিশেষ অতিথি হিসাবে আরও উপস্থিত ছিলেন, দামুড়হুদা উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আরিফুল ইসলাম মল্লিক, ছাত্রলীগ নেতা- নাজিম উদ্দীন, দর্শনা কলেজ ছাত্রলীগের সভাপতি নাহিদ পারভেজ, সহ-সভাপতি আশরাফুজ্জামান রিপন, কামরুল হাসান লোমান, মিল্লাত হোসেন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক প্রভাত আলম, দপ্তর সম্পাদক রায়হান হোসেন, প্রচার সম্পাদক অপু সরকার সহ কলেজের সকল শিক্ষক-শিক্ষিকা, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক-শিক্ষিকা ও কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা। অনুষ্ঠান শেষে শহীদদের আত্মার মাগফেরাত কামনায় দোয়া পরিচালনা করা হয়।

চুয়াডাঙ্গায় শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালন

মুক্তিযুদ্ধের শেষ লগ্নে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হাতে পরিকল্পিতভাবে হত্যাকান্ডে শিকার হওয়া বুদ্ধিজীবীদের স্মরণে সারা দেশের ন্যায় চুয়াডাঙ্গায় যথাযোগ্য মর্যাদায় শহীদ বুদ্ধিজীবী

দিবস পালিত হয়েছে।

১৯৭১ সালের এই দিনে দেশের প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ, চিকিৎসক, প্রকৌশলী, শিল্পী, লেখক ও সাংবাদিকসহ অন্য মেধাবী বাঙালিকে বাড়ি থেকে চোখ বেঁধে অজ্ঞাত স্থানে ধরে নিয়ে নৃশংসভাবে নির্যাতন ও হত্যা করা হয়।

দিবসটি উপলক্ষে আজ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৬টায় চুয়াডাঙ্গা জেলা শহরের শহিদ হাসান চত্বরে শহিদ বেদিতে পুষ্পস্তর্বক অর্পণ ও শহিদ বেদিতে মোমবাতি প্রজ্বলন করে শহিদ বুদ্ধিজীবীদের বিনম্র চিত্তে স্মরণ করা হয়।

মোমবাতি প্রজ্বলন করেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক ড. কিসিঞ্জার চাকমা, পুলিশ সুপার আরএম ফয়জুর রহমান পিপিএম সেবা, জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান মাহফুজুর রহমান মঞ্জু, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (উন্নয়ন ও মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা) শারমিন আক্তার, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) রেজা আরাফাত রহমান, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কবীর হোসেন, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) নাজমুল হামিদ রেজা, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) রিয়াজুল ইসলাম (পুলিশ সুপার পদে পদোন্নতিপ্রাপ্ত), অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) মো. আনিসুজ্জামান, সাবেক মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু হোসেন, বীর মুক্তিযোদ্ধা নুরুল ইসলাম মালিক, বীর মুক্তিযোদ্ধা সিরাজুল ইসলাম প্রমুখ।

এসময় চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসন, পুলিশ বিভাগ ও জেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের পুষ্পমাল্য অর্পনের পর চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজ, চুয়াডাঙ্গা সরকারী আদর্শ মহিলা কলেজ, চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা, সড়ক ও জনপথ বিভাগ, গণপূর্ত বিভাগ, জেলা আওয়ামী যুবলীগ, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, চুয়াডাঙ্গা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (টিটিসি), জেলা সমবায় অফিস, জেলা শিল্পকলা একাডেমী, অরিন্দম সাংস্কৃতিক সংগঠনসহ বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি অফিস, পেশাজীবী, রাজনৈতিক, স্বেচ্ছাসেবী ও সাংস্কৃতিক সংগঠন, শিক্ষক-ছাত্র ও সাধারণ মানুষ শহিদ বুদ্ধিজীবীদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তারপর শহীদদের আত্মার মাগফেরাত কামনায় দোয়া ও বিশেষ মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়।

[redacted]

[redacted]

চেয়ারম্যান,নির্বাহী অফিসার,সহকারি কমিশনার ভূমি,কৃষি অফিসার,প্রানী সম্পদ কর্মকর্তা,ওসি তদন্ত,ভাইস চেয়ারম্যান,উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি আবু মুসা,সম্পাদক ইয়াকুব আলী মাষ্টার,সিরাজুল ইসলাম,সাইফুল ইসলাম পিন্টু,আশরাফুল ইসলাম,সৈকত খান,মহিলা আওয়ামীলীগের সভাপতি সাহিদা রহমান,আব্দুল মালেক,মাসুদ রানা তুহিন প্রমুখ।

এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন উপজেলার বিভিন্ন দপ্তরের সরকারি কর্মকর্তা বৃন্দ, বীর মুক্তিযোদ্ধা গণ, সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা, শিক্ষক বৃন্দ, এবং প্রিন্ট মিডিয়া সাংবাদিক বৃন্দ।

জীবননগরে শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালন

জীবননগরে শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালন করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার সকাল ১০টার সময় জীবননগর উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে উপজেলা পরিষদের হলরুমে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।
সন্ধার সময় বুদ্ধিজীবী দিবসে শহীদদের স্মরণে মোমবাতি জ্বালানো হয়।
শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবসের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জীবননগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হাফিজুর রহমান, উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি নজরুল ইসলাম,সাধারন সম্পাদক আব্দুল লতিফ অমল,উপজেলা নির্বাহী অফিসার হাসিনা মমতাজ, উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আয়েসা সুলতানা লাকী, উপজেলা সহকারী কমিশনার ভূমি তিথি মিত্র, বীর মুক্তিযোদ্ধা সাইদুর রহমান প্রমুখ।

দামুড়হুদায় শহীদ বুদ্ধিজীবী

দিবস উপলক্ষে মোমবাতি প্রজ্বলন ও আলোচনা সভা

দামুড়হুদায় শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস উপলক্ষে উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে আজ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৫ টা ৪৫ মিনিটের সময় উপজেলার বঙ্গবন্ধু মোড়াল চত্বরে মোমবাতি প্রজ্বলন, আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের হত্যা করে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী আমাদের জাতিকে মেধা শুন্য করতে চেয়েছিলো। কিন্তু তা হায়নার দল সম্ভব করতে পারেনি। স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একটি স্বাধীন সোনার বাংলাদেশ গড়ে দেশ ও জাতিকে আবার পূর্ণ মেধাশক্তি জাতি হিসাবে গড়ে তুলতে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে ছিলেন বাঙালী জাতি গঠনে। প্রতিষ্ঠা করেছিলেন স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, ইউনিভার্সিটি সহ হাজার হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। গঠন করেছিলেন ইসলামিক ফাউণ্ডেশন সহ সকল ধর্মের শিক্ষা ব্যাবস্থা।

আজকে তার কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশকে একটি সুশিক্ষিত, ডিজিটাল ও স্মার্ট বাংলাদেশ গঠনের লক্ষে একটি উন্নত ও সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ গড়ে সারা বিশ্ব বাসীর কাছে বাংলাদেশকে রোল মডেল এ পরিণত করেছে। বাংলাদেশকে উন্নতশীল রাষ্ট্রের কাতারে নাম লিখিয়েছেন। শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবসে দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের হারানোর বেদনাময় স্মৃতি নিয়েই প্রতিবছর উপনীত হয় ১৪ ডিসেম্বর। গভীর শ্রদ্ধায় এই দিনটিতে স্মরণ করেন জাতির সেই শ্রেষ্ঠ সন্তানদের। যারা তাদের বর্তমানকে চিরতরে উৎসর্গ করে গিয়েছেন এদেশের ভবিষ্যৎ ও মহান স্বাধীনতার জন্য।

দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রোকসানা মিতা’র সভাপতিত্বে এসময় উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা সহকারী কমিশনার ভূমি সজল কুমার দাস, উপজেলা কৃষি অফিসার শারমিন আক্তার, দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি আলমগীর কবির, দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি বিপ্লব কুমার, ওসি অপারেশন শফিউল আলম, উপজেলা পাট অফিসার রিয়াজুল ইসলামসহ উপজেলার বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা ও প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ, সুধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

দোয়ার অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন দামুড়হুদা মডেল মসজিদের পেশ ইমাম

হাফেজ মাওলানা মুফতী মামুনুর রশীদ। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন উপজেলা সমবায় অফিসার হারুন অর রসিদ।